

# এক নজরে বাংলাদেশ পরিচিতি (Bangladesh At a Glance)

- বাংলাদেশের সরকারী নাম- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- বাংলাদেশের সীমানা ঃ-
  - উত্তরে- ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়।
  - পূর্বে- ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার।
  - পশ্চিমে- পশ্চিমবঙ্গ।
  - দক্ষিণে- বঙ্গোপসাগর।
- বাংলাদেশের চারিদিকে ভারতের কয়টি রাজ্য- পাঁচটি।
- বাংলাদেশে অধিকাংশ পাহাড় গঠিত হয়- টারশিয়ারীয়ুগে।
- ঢাকার প্রতিপাদিক স্থান-চিলির নিকট প্রশানম মহাসাগরে।
- বাংলাদেশের বিভাগ- ৭টি (মন্ত্রীসভা অনুযায়ী)।
- বাংলাদেশের মোট উপজেলা- ৪৮৩ টি।
- বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত- ২০৩ সে.মি।
- বাংলাদেশের শিক্ষার হার- ৬৫.৫% (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০)
- বাংলাদেশের জলবায়ু- মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত।
- বাংলাদেশের উপর দিয়ে পতিত কর্কটক্রান্তি বা ট্রপিক অব ক্যান্সার রেখা।
- বাংলাদেশের মোট সীমারেখা ৫,১৩৮ কি.মি।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা- ৪,১৪৪ (৪,১৪৪ না থাকলে ৩,৭১৫ দিতে হবে অথবা ৪,১৫৬ থাকলে দিতে হবে) তথ্য সূত্রঃ বিডিআর সপ্তাহ ২০১০।
- বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্ত- ২৮৩ কিঃমিঃ বা ১৭৬ মাইল।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের সীমা দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার।
- কক্সবাজারের সমুদ্র সীমার দৈর্ঘ্য- ১৫৫ কিঃমিঃ। (পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত)
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা- ২০০ ন্যাটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা রেখা- ১২ ন্যাটিকেল মাইল। (এক ন্যাটিক্যাল মাইল= ১.৮৫৩ কিঃমিঃ সমান)।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি- ১৬ই মে, ১৯৭৪ সালে। (ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি নামেও পরিচিত)।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের অমিমাংসিত সীমান্ত- ৬.৫ কিঃমিঃ।
- ‘সোয়াস অব নো গ্রাউন্ড’ খাদটি বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ভারতের একটি রাজ্যের নাম- আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। (রাজধানী- পোর্ট-ব্লেয়ার)
- বাংলাদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এর মধ্যবর্তী স্থান- ১০০ চ্যানেল নামে পরিচিত।
- রাষ্ট্রধর্ম- ইসলাম (ধরা ২ (ক) বাংলাদেশ সংবিধান) ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত।
- সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতর জেলা- দিনাজপুর। (৩৭.৫০মি.)
- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে এটি ছিল বঙ্গখাত বা Bango-Basin.

- বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে জেলা- পঞ্চগড়।
- দক্ষিণের জেলা- কক্সবাজার।
- বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি জেলা আছে?
- উত্তর: ৬৪ টি [প্রস্থাবিত, ভৈরব জেলা ছাড়া]
- বাংলাদেশে উপকূলীয় জেলা কতটি?
- উত্তর: ১৯ টি।

## বাংলাদেশের বিভাগ সমূহের পরিচিতি (Districts of Bangladesh at a glance)

### বিভাগ পরিচিতি

বিভাগ	উপজেলা	জেলা	আয়তন (বর্গ কি: মি:)
ঢাকা	১২২	১৭	৩১১১৯
রাজশাহী	৬৬	৮	১৮১৭৭
চট্টগ্রাম	১০০	১১	৩৩৭৭১
খুলনা	৫৯	১০	২২২৭৪
বরিশাল	৪০	০৬	১৩২৯৭
সিলেট	৩৮	০৪	১২৫৯৬
রংপুর	৫৮	০৮	১৬৩৩৫
৭	৪৮৩	৬৪	১৪৭৫৭০ বর্গ কি: মি:

## Biggest and Smallest districts of Bangladesh

### (বিভাগ ভিত্তিক বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জেলা )

বিভাগ ভিত্তিক বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম জেলা

বিভাগ	বৃহত্তম জেলা বঃ কিঃ	ক্ষুদ্রতম জেলা
	মিঃ	ব:কি:মি:
ঢাকা	ময়মনসিংহ ৪৩৬৩	নারায়ণগঞ্জ ৭৫৯
চট্টগ্রাম	রাঙামাটি ৬১১৬	ফেনী ৯২৮
রাজশাহী	নওগাঁ ৩৪৩৬	জয়পুরহাট ৯৬৫
খুলনা	খুলনা ৪৩৯৫	মেহেরপুর ৭১৬
বরিশাল	ভোলা ৩৪০৩	ঝালকাঠি ৭৫৮
সিলেট	সুনামগঞ্জ ৩৬৭০	হবিগঞ্জ ২৬৩৭
রংপুর	দিনাজপুর ৩৪৩৮	লালমনিরহাট ১২৪০

## বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বর্তমান ও অতীত নাম

বর্তমান নাম	অতীত নাম
ঢাকা	জাহাঙ্গীর নগর
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ, পোর্ট গ্রান্ড
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ, বাকলা, ইসমাইলপুর
মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
Kzwgju	ত্রিপুরা
ময়নামতি	রোহিত গিরি
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথ তলা
কুষ্টিয়া	নদীয়া
বাগের হাট	খলিফাবাদ
যশোর	খলিফাতাবাদ
আসাদ গেইট	আয়ুব গেইট
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউজ
সিরডাপ কার্যালয়	চামেলি হাউজ

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা বিমান বন্দর
নোয়াখালী ও Kzwgju	সমতট
সেন্ট মার্টিন	নারিকেল জিঞ্জিরা
নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গৌড়

## বিভিন্ন অঞ্চলের ডাকনাম

বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম
হিমালয়ের কন্যা	পঞ্চগড়
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া নদী
সাগর কণ্যা	পটুয়াখালী (কুয়াকাটা)
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাগতাই খাল।

## বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- 1.৩২

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব- ৯৯০জন।

দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী- ৪০%

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ও কম দারিদ্র বাস করে- কুষ্টিয়া।

বাংলাদেশের অবস্থান জনসংখ্যায়-

বিশ্বে- ৭ম

মুসলিম বিশ্বে- ৩য়

দক্ষিণ এশিয়ায়- ৩য় (সার্কভুক্ত দেশেও)

এশিয়ায়- ৫ম

বাংলাদেশের সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা- বান্দরবন

আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বে- 91 তম।

উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারী লর্ড ক্যানিং এর সময়ে (১৮৬১ সালে)।

বাংলাদেশে আদমশুমারী হয় পাঁচটি- ১ম- ১৯৭৪, সর্বশেষ -২০১১ সালে {১৫-১৯মার্চ}

ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা বাড়ে- জ্যামিতিক হারে।

ঢাকা বিশ্বের কততম মেগা সিটি- ২০তম ।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ (৭-১৬ বছর) কেন্দ্র অবস্থিত- গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে।

বাংলাদেশ কিশোরী সংশোধন কেন্দ্র- গাজীপুরের কোণাবাড়িতে।

বাংলাদেশ মোট উপজাতি- ৪৫ টি ।

বাংলাদেশের মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি গারো (খাসিয়া ও সাঁওতাল) পিতৃতান্ত্রিক উপজাতি- মারমা ও হাজং।

চাকমাদের বর্ষবরণকে বলা হয়- বিহু।

কোন উপজাতিরা মুসলমান- পাঙন উপজাতি।

বৈসাবি হচ্ছে- পাহাড়ি উপজাতিদের বর্ষবরণ।

রাজবংশি, ওরাও, সাঁওতাল বাস করে- রংপুর জেলায়।

মৌয়ালীরা বাস করে- সুন্দরবনে।

রাখাইনরা বাস করে- পটুয়াখালী।

বাংলাদেশে উপজাতিদের জন্য কয়টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে- তিনটিঃ

- ১। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী বিরিশিরি (নেত্রকোনা)।
- ২। ট্রাইবাল কালচার একাডেমি (দিনাজপুর)।
- ৩। ট্রাইবাল কালচার ইনস্টিটিউট, (রাঙ্গামাটি)।

বাংলাদেশে যে উপজাতিদের বাস নেই- মাওরী, মুর, পিগমী, নিগ্রো, জুলু, কুর্দী, আফ্রিদী, টোপ, শেরপা ইত্যাদি।

বণিকদের বিরুদ্ধে কোন চাকমা নেতা বিদ্রোহ করেন- চাকমা নেতা জুম্মা খান।

# বাংলাদেশের নদ- নদী

শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০ টি

বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীর নাম- সুরমা (৩৯৯ কি.মি.)।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ-ব্রহ্মপুত্র (রাবংলাদেশের একটিমাত্র নদ)।

বিঃদ্র: যে কোন পরীক্ষায় বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী আসলে উত্তর করতে হবে ব্রহ্মপুত্র।

বাংলাদেশের প্রশস- নদী যমুনা।

বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী। (চট্টগ্রাম)।

বাংলাদেশ-ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়াভাঙ্গা।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় অবসি'ত।

বিঃদ্র: দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম নিউমূর বা পূর্বাশা দ্বীপ।

বাংলাদেশ-মায়ানমার কে বিভক্ত করেছে নাফ নদী।

নাফ নদীর দৈর্ঘ্য ৫৬ কি.মি.।

ব্যাকল্যান্ড বাঁধ- বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবসি'ত (১৮৬৪ সালে তৈরি হয়)।

ভারত যে নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ তৈরী করেছে- গঙ্গা নদী / পদ্মা নদী।

ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশ সীমান- এলাকা থেকে ১৬.৫ কি.মি. বা ১১ মাইল দূরে অবসি'ত। এর ফটক সংখ্যা ১৯টি।

সিলেট শহর থেকে ১০০ কি.মি. দূরে অবসি'ত মেঘনা নদীর উপর ভারত বাঁধ দিচ্ছে তা ভারতের কোন রাজ্য-মনিপুর রাজ্যে- টিপাইমুখ বাঁধ।

বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্তি- হালদা ও সাঙ্গু।

বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদীগুলো- আত্রাই, মহানন্দা, (পূর্ণভবরা, টাঙ্গন)।

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবসি'ত- কর্ণফুলী নদীর উপর (১৯৬২ সালে, বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র)।

বাংলাদেশের নদীল উৎপত্তিস'ল ঃ

কর্ণফুলি- মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়।

ব্রহ্মপুত্র- তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ।

পদ্মা- হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

সাঙ্গু- মায়ানমার- বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়।

যমুনা- কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ।

হালদা- খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ।

নদীর মিলিত স'ান ঃ

পদ্মা+ মেঘনা= চাঁদপুর।

পদ্মা+যমুনা= গোয়ালন্দ।

সুরমা+কুশিয়ারা= আজমিরীগঞ্জ (কালনী নাম)।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র + মেঘনা = ভৈরব বাজার।

যমুনা + বাঙ্গালী= বগুড়া।

রূপসা + ভৈরব = খুলনা।

বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদী- ৫৪ টি।

বাংলাদেশ- মায়ানমার অভিন্ন নদী- ৩টি

বাংলাদেশের আন-জর্জাতিক নদী ১টি (পদ্মা/গঙ্গা)।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী- ১টি (কুলিখ)।

নদীর পূর্ব না ও বর্তমান নামঃ

বর্তমান নাম    পূর্ব নাম

যমুনা    জোনাইখাল

ব্রক্ষপুত্র    লৌহিত্য

বুড়িগঙ্গা    দোলাইখাল

পদ্মা    কীর্তিনাশা

নদীর প্রবেশ জেলা ঃ

\* পদ্মা প্রবেশ করেছে নবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী)

\* মেঘনা নদী প্রবেশ করেছে সিলেট জেলা দিয়ে।

\* ব্রক্ষপুত্র নদ কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে।

\* তিস-া নদী নীলফামারী জেলা দিয়ে।

বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট- ফরিদপুর জেলায়।

নিবুম দ্বীপ- মেঘনা নদীর মোহনায় অবসি'ত।

কর্ণফুলি নদীর তীরে অবসি'ত- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ।

পশুর নদীর তীরে অবসি'ত- মংলা সমুদ্র বন্দর (বাগেরহাট জেলা)

নারায়নগঞ্জ নৌবন্দর শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবসি'ত।

জোয়ার-ভাটা হয়না- গোমতী নদীতে (কুমিল্লার দুঃখ বলা হয় এই নদীকে)।

যমুনা হচ্ছে ব্রক্ষপুত্রের শাখা নদী (১৯৮২ সালে ভূমিকম্পের ফলে পদ্মা নদীর দিক পরিবর্তন হয়ে যমুনা দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছে)।

পদ্মা নদীর শাখা- ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা।

বাংলাদেশের নদীর উপনদী ঃ

পদ্মার উপনদী- মহানন্দা, টাঙ্গন, পূনর্ভবা, নাগর, কুলিক।

যমুনার উপনদী- তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙ্গালী।

মেঘনার উপনদী- শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া।

বাংলাদেশের একমাত্র যে নদীতে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে- হালদা নদী।

চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যে নদী- আত্রাই নদী।

যে নদীর নাম করা হয়েছে একমাত্র ব্যক্তির নামে- রূপলাল শাহা) রূপসা।

# বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্ব ব্যাংকের (ঢাকাসহ) অফিসের বর্তমান নাম- ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস।

বাংলাদেশের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে করের আয়সীমা- ১,৬৫,০০০ টাকা।

ঠাএও- (ঐধষঁব ধফফবফ ঐধী) মূল্য সংযোজন কর।

মূল্য সংযোজন কর একটি- পরোক্ষ কর।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে- কৃষিখাত থেকে।

বাংলাদেশের সাথে কোন প্রকার বাণিজ্যিক ও ক'টনৈতিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের।

প্রাচীন বাংলার অর্থশাস্ত্র- কৌটিল্য বা চানক্যর অর্থশাস্ত্র।

বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন- তাজউদ্দীন আহমেদ।

মূল্য সংযোজন কর চালু হয়- ১ লা জুলাই ১৯৯১ সালে।

বাংলাদেশকে কত সালে দারিদ্র মুক্ত ঘোষণা করা হয়- ২০২০ সালে।

প্রত্যক্ষ আওতায় পড়ে- আয়কর।

বাংলাদেশ প্রচলিত আছে- মুক্ত বাজার অর্থনীতি (১৯৯১ সাল থেকে)

বাংলাদেশের অর্থনীতি- মিশ্র অর্থনীতি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আদি না- স্টেট ব্যাংক অব পাকিস-ান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর- এ,এন,হামিদুল্লাহ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর- ডাঃ আতিউর রহমান (৯ম)

বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি ব্যাংক- আরব ব্যাংক।

সোনালী ব্যাংকের পূর্ণ নাম- ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস-ান।

বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক হচ্ছে- কৃষি ব্যাংক।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান- ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস (১৯৮৩ সালে)

বাংলাদেশ ব্যাংকের স'পতি- শফিউল কাদের।

২০০৬ সালে শানি-তে নোবেল পায়- গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস।

প্রথম মহিলা মহাব্যবস'াপক- বাংলাদেশ ব্যাংক- নাজনীন সুলতানা।

সোনালী ব্যাংক- আসিনা হামিদ।

ব্যাংকের সুদের হার-৫%

উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন- লর্ডক্যানিং (১৮৫৭ সালে)

সার্কভুক্ত কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- মালদ্বীপ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৫ সালে।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।

উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস'া চালু হয়- মোঘল আমলে।

বাংলাদেশের ওঝাওঈ ব্যাংকটি যে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করে- মালদ্বীপ।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যাংক- সানসী (খৃঃপূর্ব ৬০০ অব্দে চীনে প্রতিষ্ঠিত)।



বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক- ব্যাংক অব ভেনিস (ইতালি)।  
বিশ্বের প্রথম সংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক- ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।  
উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক (হিন্দুস'ান ব্যাংক (১৭০০)।  
মুদ্রাসি'তির কারণ মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি কিন' জাতীয় উৎপাদন হ্রাস।  
উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রা আইন পাশ- ১৮৩৫ সালে।  
বাংলাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু ১৮৫৭ সালে।  
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে- টকাঅ হতে।  
বর্তমান বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে- জাপান।  
বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদানকারী গোষ্ঠী- আইডিএ (ওউঅ ওহঃবঃবৎহঃরঃডঃধঃ উবাবঃষঃড়ঃসঃবঃঃ অমবহপু )  
ও.উ.অ পরিচিত ঝড়ঃঃ খড়ঃধঃ ডরহঃফঃড় িহিসেবে।  
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- ভারত থেকে।  
উন্নয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম গ্রহণ করে- স্ট্যালিন (রাশিয়া)।  
উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করে- লর্ড ক্যানিং (১৮৬১)।  
বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন- তাজউদ্দীন আহমেদ (৩০ জুন ১৯৭২)  
বাংলাদেশের বাজেট- অর্থনৈতিক বাজেট। (ঘাটতি বাজেট)।  
বাংলাদেশে সরাসরি সবচেয়ে বিনিয়োগকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।  
বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন' ক'টনৈতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের সাথে।

## বাংলাদেশের কৃষি ও পাহাড় পর্বত

বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ যে শ্রেণীর- ভাজ শ্রেণীর।  
বাংলাদেশের মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবসি'ত- ঢাকায়।  
'হিউমাস' মাটির কি উপকার করে- উর্বরতা বৃদ্ধি করে।  
পঁচা মাটিতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তার নাম-মিথেন গ্যাস।  
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়- গারো (ময়মনসিংহ)  
বাংলাদেশে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়- গাড়ো (মৌলভীবাজার)  
বাংলাদেশের কোন পাহাড়ে ইউরিনিয়াম পাওয়া গেছে- কুলাউড়া  
চন্দ্রনাথ পাহাড় অবসি'ত- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে।  
চিম্বুক পাহাড় অবসি'ত- বান্দরবান।  
চিম্বুক পাহাড়ে বাংলাদেশের যে উপজাতিরা বাস করে- মারমা।  
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিনডং (বান্দরবান)। উচ্চতা-৩,১৮৫ ফুট।  
বাংলাদেশের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- কেওকারাডং (উচ্চতা-২,৯২৮ ফুট) (বান্দরবান)।  
লালমাই পাহাড়- কুমিল্লায় আলুঠিলা, খাগড়াছরি।  
বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ- ০.১৫ একর বা ০.৮ হেক্টর।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ২০.১৬% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)  
বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪টি কৃষি আদমশুমারী হয়। (১ম-১৯৭৪ ও সর্বশেষ-২০০৮ সালের ১০-১৮ মে)।  
বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল- পাট।  
বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার বলা হয়- বরিশালকে।  
বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে- ২০০০ সালে।  
স্বর্ণা হচ্ছে একপ্রকার জৈব সার এটি উদ্ভাবন করেন ডঃ সৈয়দ আব্দুল খালেক।  
কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতি পদক দেওয়া হয়-১৯৭৩ সালে।  
কৃষি দিবস পালন করা হয়- ১৪ নভেম্বর।  
আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআএনএ) ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়- বাকুবিতে চত্বরে।  
বাংলাদেশে সবচেয়ে ধান বেশি উৎপাদন হয়- ময়মনসিংহ জেলায়।  
ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের স'ান- চতুর্থ।  
ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে চীনের অবস'ান- প্রথম।  
চাউল রপ্তানিতে প্রথম স'ান- থাইল্যান্ডের।  
বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইজজও-অবসি'ত- গাজীপুরের জয়দেবপুরে।  
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে। গাজীপুর-জয়দেবপুর (ইঅজও)  
আন-জর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই আর আর আই) অবসি'ত-ম্যানিলা (ফিলিপাইন)।  
উফসী সোনার বাংলা-১, হাইব্রীড হীরা, আলোক ৬২০১, ব্রিসাইল এগুরেঅ উন্নত ধানের জাত। (উচ্চফলনশীল)।  
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালে। (ইঅজও)  
সোনালী আঁশ বলা হয়- পাটকে।  
বাংলাদেশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে। (ঢাকার শেরেবাংলা নগরে)  
পাট উৎপাদনে প্রথম-ভারত।  
পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়- বাংলাদেশ।  
জুটন কি- ৭০ ভাগ পাট ৩০ ভাগ তুলা (উদ্ভাবক ডঃ মোঃ ছিদ্দিকুল্লাহ)  
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল- আদমজি পাটকল। (বঙ্গ- ৩০ জুন, ২০০২)  
প্রাচ্যের ড্যান্ডি বলা হয়- নারায়নগঞ্জ।  
আন-জর্জাতিক পাট সংস'ার পূর্ব নাম- IJO (International Jute Organi“ation).  
বর্তমান পাট সংস'া- IJSG (International Jute Studz Group)  
একটি কাঁচা পাটের গাইডে ওজন সাড়ে তিন মন।  
জুটন কি- ৭০ ভাগ পাট ৩০ ভাগ হচ্ছে তুলা।  
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবসি'ত- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে।  
চা উৎপাদনে (প্রথম চীন) অর্গানিক চা উৎপাদনে প্রথম ভারত।  
চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ-নবম।  
চা রপ্তানিতে প্রথম-কনোয়া[পূর্ব শ্েরীলংকা]।  
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে- মৌলভীবাজারে (৯২টি)।  
সর্বশেষ চা বাগান- পঞ্চগড় (অর্গানিক চা) (মীনা)।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদন হয়- রংপুরে।

রেশম উৎপাদনে প্রথম- চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বাংলাদেশের রেশম বোর্ড অবসি'ত- রাজশাহীতে।

রাবার উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত- কক্সবাজারের রামু। (১৯৬৫)

তামাক উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত- রংপুর।

ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- মিথেন গ্যাস।

সুমাট্রা, ম্যানিলা হচ্ছে- স'ান ছাড়া তামাকের নাম।

পাহাড়ি এলাকায় আনারস চাষ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

জুম চাষ করা হয়- পাহাড়ী এলাকায়।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প- তিস-া বাঁধ সেচ প্রকল্প (রংপুর) দিনাজপুর।

বাংলাদেশে যে ভূমিরূপ দেখা যায় না- মালভূমি।

বাংলাদেশের গবেষণা বোর্ড ও ইনস্টিটিউট সমূহ ঃ

রেশম গবেষণা বোর্ড- রাজশাহী।

আম গবেষণা বোর্ড- চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

চা গবেষণা বোর্ড- মৌলভীবাজার

তাঁত গবেষণা বোর্ড- নরসিংদী।

রাবার গবেষণা বোর্ড- কক্সবাজার।

ডাল গবেষণা বোর্ড-ইশ্বরদী।

মসলা গবেষণা বোর্ড-বগুড়া।

নদী গবেষণা বোর্ড- ফরিদপুর।

মাছ গবেষণা বোর্ড- চাঁদপুর।

মৎস্য প্রজাতি গবেষণা বোর্ড- ময়মনসিংহ

চিংড়ি মাছ গবেষণা কেন্দ্র- খুলনা।

মৎস্য প্রজাতি গবেষণা কেন্দ্র- বাগের হাট।

গবাদী পশুর গবেষণা কেন্দ্র- সাভার।

ছাগল গবেষণা বোর্ড- সিলেটের টিলাগড়।

মহিষ গবেষণা কেন্দ্র- বাগের হাট।

হরিণ গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্র- কক্সবাজার ডুলাহাজরা।

বন গবেষণা কেন্দ্র- চট্টগ্রাম।

সারকারি হিসাবে বাংলাদেশে বনভূমির রয়েছে- ১৭.০ ৪ভাগ।

সুন্দরবন বনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ৫২২তম হিসেবে।

কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি থাকা প্রয়োজন- ২৫ ভাগ।

একক হিসেবে বাংলাশের বৃহত্তম বন- সুন্দরবন।

সুন্দরবনের আয়তন- ৫,৭৪৭ বর্গ কি.মি. (যদি না থাকে তাহলে ২৪০০ বর্গমাইল অথবা ৫,৫৭৫ বর্গ কি.মি. হবে)।

সুন্দরবন বাংলাদেশে- ৬২% (বাকী অংশ ভারতে)

সুন্দরবন স্পর্শ করেছে- ৫টি জেলাকে।

সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ- সুন্দরী।  
সবচেয়ে কম বনভূমি- রাজশাহী জেলায়।  
কৃত্রিম টাইডাল বনভূমি আছে- চকোরিয়ায়।  
বাংলাদেশের উচ্চতম বৃক্ষ- বলৌমবৃক্ষ (২৪০ ফুট)  
পেন্সিল তৈরি হয়- ধুন্দল কাঠ দিয়ে।  
কোন গাছকে সূর্যের বন্যা বলা হয়- তুলা গাছকে।  
পরিবেশ নীতি ঘোষণা হয়- ১৯৯২ সালে।  
মধুপুর বনাঞ্চল- টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।  
বরেন্দ্র বনভূমি অবসি'ত- রংপুর ও দিনাজপুর জেলায়।  
সুন্দরবনে মৌয়ালিদের পেশা- মধু সংগ্রহ করা।  
সুন্দরবনের বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি- পার্গমার্ক (মোট বাঘ ৪১৯টি)  
রং প্রস'ত করা হয়- গরান গাছের ছাল দিয়ে।  
বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক- চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথের পাহাড় (২০০১ সালে)  
বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সে.মি. কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ- ২৩ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চি (একে জাটকা বলা হয়।)  
বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট-  
স্বাদু পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (ময়মনসিংহ)  
সামুদ্রিক পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কক্সবাজার)।  
ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (চাঁদপুর)।  
দেশের প্রথম মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র- বাগের হাট।  
ডায়রংব এড়ফ বলা হয়- চিংড়ি সম্পদকে।  
Trust Sector বলা হয়- হিমায়িত খাদ্যকে।  
বাংলাদেশের কুয়েত সিটি খুলনা বলা হয়- চিংড়ি চাষের জন্য।  
রেনু পোনা ছাড়া হয়- বর্ষাকালে।  
নোদিয়া দ্বীপ বিখ্যাত- মৎস্য আহরণের জন্য।  
ইষধপশ ইবহমধষ (কৃষ্ণবঙ্গ) কালো জাতের উন্নত ছাগল (বাংলাদেশী)  
ব্লাক কোয়াটার- পশুর রোগ।  
বাংলাদেশে অতিথি পাখির আগমন ঘটে- সুদূর সাইবেরিয়া (রাশিয়া) থেকে (শীতকালে)।  
বাংলাদেশের কুমির গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্র- ময়মনসিংহের ভালুকায়।  
দেশের কেন্দ্রীয় গোচরণ ভূমি- পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।  
আর্সেনিকের সংকেত অথবা পারমাণবিক ভর-৩৩)।  
বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে- চাঁপাই নবাবগঞ্জে।  
আর্সেনিক নিরসনে সহায়তা দেন- বিশ্ব ব্যাংক।  
বাংলাদেশের আর্সেনিক আক্রান- জেলা- ৬১টি, উপজেলা- ২২১ টি।  
বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে (কার্যকর- ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৭)

পানি চুক্তি হয়- ৩০ বছরের জন্য।  
ওয়ার পো- জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থা।  
বৃষ্টির পানিতে থাকে- ভিটামিন- 'বি'।  
বাংলাদেশে চারটি পানি শোধনাগার আছে (সর্ববৃহৎ সায়েদাবাদে)।  
প্রথম পানি শোধনাগার ১৮৭৪ সালে। (চাঁদনী ঘাট)

## শিক্ষা ও কূটনীতি Education & Diplomacy

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২১ সালে।  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কমিশন কাজ করে তার নাম- নাথান কমিশন (১৩ সদস্য বিশিষ্ট) ১৯২১ সালে।  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি,সি- স্যার পি,জে, হার্টস  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ও উপমহাদেশের প্রথম ভিসি- স্যার এ,এফ, রহমান। (প্রথম বাঙ্গালী)  
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো- ব্যানবাইস (১৯৭৬)  
বাংলাদেশ ক্যাডেট কলেজ- ১২টি (মেয়ে-৩টি)।  
বাংলাদেশে সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে- ১৯টি।  
বাংলাদেশে একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (গব্বাগট)  
বাংলাদেশে প্রথম ক্যাডেট কলেজ- ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম (১৯৫৮)  
বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স ট্রেনিং সেন্টার- যশোর।  
বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী- চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে।  
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী- চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়।  
বাংলাদেশ আনসার একাডেমী- গাজীপুর, শফিপুর।  
বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমী- রাজশাহী।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের বয়স- ৬-১১ বছর।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি সংক্ষেপে ন্যাপ (১৯৭৭), ময়মনসিংহ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান- অধ্যাপক সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৩ (ড: আই,এইচ, জুবেরী)।

বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। (১৯৭২)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২) এর প্রথম ভিসি- ডঃ এম শমসের আলী।

সরকার কবে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করবে বলে ঘোষণা করে- ২০১৫ সালে।

সন্দীপন- রাজশাহী জেলার নিরক্ষরতা মুক্ত আন্দোলন।

বাংলাদেশ শিক্ষাবোর্ড- ৮টি (সর্বশেষ দিনাজপুর)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি- আ,স,ম আরেফিন সিদ্দিকি। (২৭ তম)

ঢাঃ বিঃ তে সমাবর্তন হয়- ৪৪টি।

ঢাঃবিঃ ৪৪ তম সমাবর্তনে কাকে ডঃ ডিগ্রি প্রদান করা হয়- ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন ও গাজীউল হক কে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাঃ বিঃ এর ভিসি- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়- নর্থ সাউথ (১৯৯২)।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮০০ সালে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮১৭ সালে।

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬৩

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ১৯১১ সালে।

শিল্পকলা একাডেমী- ১৯৭৬ সালে

শিশু একাডেমী- ১৯৭৬ সালে।

সবুজ ছাতার অর্থ- পারিবারিক -^v-'' সেবার প্রতীক।

কোন শহরকে-WHO -^v-'' শহর, হেল্থ দি সিটি' ঘোষণা করে- চট্টগ্রামকে।

'জীবন তরী কি- একটি ভাসমান হাসপাতাল। (প্রতিবন্ধী)

ইপিই এর সাহায্য সংস্থা- ইউনিসেফ।

ডেঙ্গু জীবানুবাহী মশার নাম- এডিস মশা।

জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান- ঘণ্টাঘণ্টা (আwRgcyi)

খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করেন- ওঈউউজই

বারডেম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন- ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

গলগন্ড রোগ হয়- আয়োডিনের অভাবে।

বাংলাদেশের বৃহত্তম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু (৪.৮ কি.মি.)

যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ করে- জ্যামাইক (দক্ষিণ Avwফকাv)

পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হবে-৬.১৫ কি.মি.

বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থল বন্দর- বেনাপোল (যশোর)

বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর- দুটি- চট্টগ্রাম ও মংলা।

বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক জাহাজ- বাংলার দূত।

উপমহাদেশে প্রথম রেল পথ চালু হয়- ১৮৫৩ সালে (লর্ড ডালহৌসি)

বিশ্বে প্রথম রেল চালু- ব্রিটেনে (১৮২৫ সালে)

বাংলাদেশে প্রথম রেলগাড়ী চালু হয়- ১৮৬২ সালে।

বাংলাদেশের রেলপথ দুই ধরনের- মিটার গেজ ও ব্রড গেজ।

পদ্মা নদীর উপর সর্ববৃহৎ রেলসেতু হার্ডিঞ্জ নির্মাণ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৯১৫ সালে।

সর্বশেষ যে জেলায় রেল যোগাযোগ চালু হয়- টাঙ্গাইল।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- ৩টি।

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পাইলট- কানিজ ফাতেমা রোকসানা।

বিমান বাহিনীর স্লোগান- আকাশে শান্তির নীড়।

বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক- বলাকা।

প্রথম বেসরকারি বিমান সংস্থা- এয়ারো বেঙ্গল এয়ার লাইন্স।

বিশ্বে প্রথম ডাক টিকিট চালু হয়- ব্রিটেনে।

বাংলাদেশে প্রথম ডাক টিকিট চালু হয়- ২০ জুলাই ১৯৭১ সালে।

বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিটের ডিজাইনার- রিপিট চিন্টনিশ।

বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয়- চুয়াডাঙ্গা।

বাংলা বেতার কেন্দ্র- চট্টগ্রামের কালুর ঘাট।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন- উ.ও.এ

বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ- বেত বুনিয়া (রাঙ্গামাটি)।

বাংলাদেশের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ নেই- ইসরায়েল।